काव्यसाहित्यस्य इतिहासः

* अश्वघोषः *

रामायणोत्तरस्य ध्रुपदीयुगसूचनापर्वे संस्कृतसाहित्ये विश्ववरेण्यः, शास्त्रनिपुणः, बौद्धदार्शनिकः प्रसिद्धः नाट्यकारश्च आसीत् महाकविः अश्वघोषः। धर्मीये ऐतिह्ये साहित्यावदाने च अश्चघोषस्य माहात्म्यं सर्वे जानन्ति एव। तस्य जीवनेतिहासविषये पर्याप्ति तथ्यं न उपलभ्यते। परन्तु लोकमुखात् काव्यादिभ्यः च अनुमीयते यत् अश्वघोषः आदौ ब्राह्मणः आसीत्। ततः परं महायानबौद्धसम्प्रदायं प्रति आसक्तिकारणवशात् बौद्धधर्मं स्वीकृतवान्। खीष्टीयप्रथमशतकस्य कुषाणराजस्य कणिष्कस्य समकालीनः अश्वघोषः आसीत्। अतः कणिष्कस्य स्थितिकाले एव अश्वघोषस्य प्रतिभा विकशिता अभवत्। सः आदौ बौद्धभिक्षुकरूपेण जीवनं यापयित्वा मध्यभारते बौद्धधर्मं प्रचारितवान्। ततः परं कणिष्कस्य सभायाम् उत्तमस्थानं प्राप्तवान्। अश्वघोषस्य माता आसीत् सुवर्णाक्षी। अयोध्यायाः साकेतनगरे अश्वघोषः निवसति स्म। रामायणे महाभारते जैनबौद्धदर्शनि च अश्वघोषस्य महत् पाण्डित्यम् आसीत्। तस्मात् महाकविः, भदन्तः, महावादी इत्येताभिः अभिधाभिः भूष्यते स्म।

अश्वघोषस्य महाकाव्येषु यानि अङ्गानि व्यवहृतानि सन्ति, तानि तस्मादपि पूर्वस्मात् रामायणात् बौद्धसाहित्यिकाङ्गिकेभ्यः विलक्षणानि इति वक्तुं शक्यते। यथा दण्डी तथा आलंकारिकगणः महाकाव्यस्य यां संज्ञां निरूपितवान् सा संज्ञा अश्वघोषस्य महाकाव्येषु न परिलक्ष्यते। बुद्धस्य जीवनवर्णने, समसामयिकस्य राजतन्त्रस्य परिचये, धर्मतत्त्वस्य उपस्थापनकौशले किञ्च प्राचीने भारतीयसाहित्ये च तस्य श्रेष्ठकवित्वं परिलक्ष्यते।

* অশ্বঘোষ *

রামায়ণোত্তর ধ্রুপদী যুগের সূচনা পর্বে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশ্ববরেণ্য শাস্ত্রনিপুণ বৌদ্ধ দার্শনিক ও প্রসিদ্ধ নাট্যকার ছিলেন মহাকবি অশ্বঘোষ। ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সাহিত্যের অবদানে অশ্বঘোষের মাহাত্ম্য সকলের অবশ্য জানা আছে। অশ্বঘোষের জীবন ইতিহাস সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু লোকমুখ ও তাঁর রচিত কাব্য থেকে অনুমান করা যায়- প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তারপরে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি আসক্ত হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কুষাণরাজ কনিষ্কের সমসাময়িক রূপে অশ্বঘোষের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যায় কণিষ্কের স্থিতি কালে অশ্বঘোষের প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল। তিনি প্রথমদিকে বৌদ্ধভিক্ষুকরূপে জীবন যাপন করে মধ্যভারতের বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তারপরে কণিষ্কের সভাতে উত্তম স্থান লাভ করেন। অশ্বঘোষের মাতা ছিলেন সুবর্ণাক্ষী। কবির বাসস্থান ছিল অযোধ্যার সাকেত নগরে। রামায়ণ, মহাভারত, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে কবির অগাধ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণে তিনি আচার্য, মহাকবি, ভদন্ত, মহাবাদী নানা অভিধায় ভূষিত হন।

পূর্ববর্তী রামায়ণ অথবা সমসাময়িক বৌদ্ধ সাহিত্যের আঙ্গিক থেকে যে বিলক্ষণ তা বলা যেতে পারে। কারণ দণ্ডী ও আলংকারিকগণ মহাকাব্যের যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন অশ্বঘোষের মহাকাব্যে সেই সমস্ত লক্ষণের নিদর্শন পাওয়া যায় না। বুদ্ধের জীবনী বর্ণনা, সমসাময়িক রাজতন্ত্রের পরিচয়, ধর্মতত্ত্বের উপস্থাপনার কৌশল ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য রচনার দ্বারা অশ্বঘোষ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে পরিচিত হন।

রচনাবলী

अश्वघोषस्य नाम्ना बहवः ग्रन्थाः प्रचलिताः सन्ति। पण्डिताः तस्य ग्रन्थविषये बहुविधान् विवादान् कृतवन्तः। तेन रचितेषु ग्रन्थसमूहेषु बुद्धचरितम्, सौन्दरानन्दाख्यं महाकाव्यं शारिपुत्राख्यं नाटकं निःसन्देहेन तस्य साहित्यकृतेः निदर्शनम्। एतद्विहाय महायानश्रद्धोत्पादशास्त्रम्, ब्रजसूची, सूत्रालङ्कारः, गण्डीस्तोत्रगाथा, त्रिदण्डमाला चेत्यादिग्रन्थाः अश्वघोषेण प्रणीताः सन्ति इति एवं कथा प्रचलिता वर्तते। किन्तु एतेषां समेषां ग्रन्थानां प्रणेता अश्वघोषः न वेति विषये पण्डितानां मतभेदः अस्ति।

রচনাবলী

অশ্বঘোষের নামে বহু গ্রন্থ প্রচলিত আছে। পণ্ডিতেরা তার গ্রন্থ বিষয়ে বহু বিবাদ ও করেছেন। তার প্রচলিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ নামক মহাকাব্য এবং সারিপুত্র নামক নাটকটি নিঃসন্দেহে তার সাহিত্য কৃতির নিদর্শন রেখে গেছে। এছাড়া মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র, ব্রজসূচী, সূত্রালঙ্কার, গণ্ডীস্তোত্রগাথা ও ত্রিদণ্ডমালা নামক রচনাগুলি তার নামেও প্রচলিত। কিন্তু সমস্ত গ্রন্থের যথার্থ রচয়িতা অশ্বঘোষ কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

✯ बुद्धचरितम् -

शान्तरसप्रधानबुद्धस्य जीवन्यवलम्बनेन अश्वघोषेण विरचितस्य सर्वश्रेष्ठसाहित्यकृतेः निदर्शनं तावत् बुद्धचरिताख्यं महाकाव्यम्। अस्य महाकाव्यस्य सर्गसंख्याविषये पण्डितानां मध्ये विवादः परिलक्ष्यते। चैनिकपरिव्राजकस्य "इत्-सिम्" इत्यस्य मते तु अष्टविंशतिसर्गात्मकं महाकाव्यम् इदम्। तिब्बतीयभाषायाम् एते अष्टाविंशतिसर्गाः यद्यपि लभ्यन्ते तथापि दुर्भाग्यवशात् भारते केवलं सप्तदश सर्गाः एव उपलभ्यन्ते। अनुमीयते यत् तन्मध्ये त्रयोदशसर्गाः प्रधानाः वर्तन्ते। अन्ये चत्वारः सर्गाः अमृतानन्दाख्यस्य कस्यचिद् कवेः कृतयः भवन्ति।

बुद्धचरितं तु बुद्धस्य जीवनमाधारीकृत्य कृत्यं महाकाव्यम्। सिद्धार्थस्य जन्मतः निर्वाणलाभपर्यन्तं बुद्धस्य घटनाबहुलं किञ्च महत्त्वमण्डितजीवनवृत्तान्तः अस्मिन् महाकाव्ये वर्ण्यते। हिमालयस्य पाददेशे कपिलावस्तुनः शाक्यवंशस्य राज्ञः शुद्धोधनस्य किञ्च राज्ञ्याः मायादेव्याः पुत्ररूपेण सिद्धार्थस्य जन्म अभवत्। जन्मतः आरभ्य तस्य वयःप्राप्तिः, परमासुन्दरीकन्यया यशोधरया सह विवाहः, संसारं प्रत्यनासक्तिः, पुत्रस्य अनासक्तिदूरीकरणाय राज्ञः शुद्धोधनस्य उद्यानविहारस्य प्रमोदभ्रमणस्य च व्यवस्था, राजपथे परिभ्रमणकाले जराव्याधिग्रस्तमृतदेहम् अवलोक्य राजपुत्रस्य मनसि कुतूहलबोधः, सौम्यमूर्तिसम्पन्नं संसारत्यागिनं सन्यासिनं दृष्ट्वा वैराग्योत्पत्तिः, मध्ये रात्रौ तरुणीनाम्

অবস্থামবলোক্য বিতৃষ্ণাবশাত্ সিদ্ধার্থস্য গৃহত্যাগঃ, রাজপুর্যাং শোকচ্ছায়া, যশোধরায়াঃ বিলাপঃ, সত্যান্বেষণায় সিদ্ধার্থস্য দেশভ্রমণং, অন্তিমে সাধনয়া সিদ্ধার্থস্য নির্বাণলাভঃ বুদ্ধত্বলাভশ্চ ইত্যেতে বিষয়াঃ অস্মিন্ গ্রন্থে বর্ণিতাঃ, যেন অস্য সমৃদ্ধং সঞ্জাতম্।

★ বুদ্ধচরিত-

শান্তরস প্রধান বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে অশ্বঘোষের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতির নিদর্শন পাওয়া যায় বুদ্ধচরিত নামক মহাকাব্য গ্রন্থ থেকে। গ্রন্থটির সর্গ সংখ্যা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যায়। চৈনিক পরিব্রাজক "ইত সিং" এর মতে বুদ্ধচরিত ২৮টি সর্গে রচিত একপ্রকার সাহিত্যিক মহাকাব্য। এই মহাকাব্যে তিব্বতি ভাষায় ২৮টি সর্গের অনুবাদ পাওয়া গেলেও দুর্ভাগ্যবশত ভারতে উপলভ্যমান সর্গের সংখ্যা মাত্র ১৭টি। তার মধ্যে অনেকে অনুমান করেন প্রথম ১৩টি সর্গ মূল রচনা, এবং শেষের ৪টি সর্গ অমৃতানন্দ নামক কোনো এক কবির রচনা।

বুদ্ধচরিত মূলত বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ। সিদ্ধার্থের জন্ম থেকে নির্বাণ লাভ পর্যন্ত বুদ্ধের ঘটনা বহুল এবং মহত্ত্বমণ্ডিত জীবনবৃত্তান্ত এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তুর শাক্যবংশের রাজা শুদ্ধোদন ও রাণী মায়াদেবীর পুত্ররূপে সিদ্ধার্থের জন্ম থেকে আরম্ভ করে তার বয়ঃপ্রাপ্তি এবং পরমা সুন্দরী কন্যা যশোধরার সাথে সিদ্ধার্থের বিবাহ, ভোগৈশ্চর্যের তথা সংসারের প্রতি তার অনাসক্তি, পুত্রের এই অনাসক্তি দূর করার জন্য শুদ্ধোদনের উদ্যান বিহার ও প্রমোদ ভ্রমণের ব্যবস্থা, রাজপথে পরিভ্রমণকালে জরাব্যাধিগ্রস্ত ও মৃতদেহ দেখে রাজপুত্রের কৌতূহলের বোধ, সৌম্যমূর্তি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীকে দেখে অন্তরে বৈরাগ্যের সূচনা এবং গভীর রাতে নিদ্রাগ্রস্থ তরুণীদের অবস্থা দেখে বিতৃষ্ণায় সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রাজপুরীতে শোকের ছায়া, যশোধরার বিলাপ, সত্যান্বেষণের জন্য সিদ্ধার্থের দেশ পর্যটন, অবশেষে সাধনার দ্বারা সিদ্ধার্থের নির্বাণ ও বুদ্ধত্বলাভ প্রভৃতি ঘটনার বর্ণনায় গ্রন্থটি সমৃদ্ধ।

★ সৌন্দরনন্দঃ-

পণ্ডিতৈঃ অনুমীয়তে যত্ সৌন্দরনন্দমহাকাব্যম্ অশ্বঘোষস্য দ্বিতীয়া কৃতিঃ। পরন্তু অধ্যাপকঃ কীথঃ কবেঃ প্রথমরচনারূপেণ ইদং কাব্যং স্বীকরোতি। অষ্টাদশসর্গাত্মকে অস্মিন্ কপিলাবস্তুনগর্য্যাঃ প্রতিষ্ঠয়া কাব্যম্ আরব্ধম্। বুদ্ধস্য বৈমাত্রেয়ভ্রাতুঃ নন্দস্য বৌদ্ধধর্মগ্রহণং বুদ্ধস্য নির্দেশেন বৌদ্ধধর্মস্য প্রচারঃ প্রসারশ্চ অস্য কাব্যস্য মূলোপজীব্যঃ বিষয়ঃ। তদ্ভিন্নায় অপি বুদ্ধস্য সংসারত্যাগঃ, সন্ন্যাসগ্রহণং, নন্দস্য বিবাহঃ, সুন্দরী ভার্যা প্রতি অনাসক্তিঃ, সন্ন্যাসগ্রহণং গৃহত্যাগঃ চ ইত্যেতেষাং বিষয়াণাং বর্ণনা ক্রিয়তে অস্মিন্ কাব্যে।

কবেঃ অশ্বঘোষস্য সহজাতপ্রতিভায়াঃ দার্শনিকপ্রজ্ঞায়াঃ চ সমন্বয়ঃ সৌন্দরনন্দাখ্যে কাব্যে দৃশ্যতে। ইতিহাসস্য ধর্মচেতনায়াঃ সাহিত্যগুণস্য চ সমাবেশেন সঃ আসীত্ স্বতন্ত্রঃ। অতঃ ক্ষুদ্রজল্পনামাধ্যমেন তস্য বৌদ্ধধর্মোপদেশপ্রদানে বিশেষরূপেণ স্বীকৃতিঃ প্রাপ্তা। ক্ষোভলোভসংসারাণাং সাংসারিকক্ষণিকানন্দস্য প্রসারতা অস্মিন্ কাব্যে প্রতিপাদিতা। বহুষু শ্লোকেষু সৌন্দরনন্দমহাকাব্যে যথা কামকলায়াঃ উচ্ছ্বসতা বর্ণিতা, তথৈব দার্শনিকতত্ত্বানাং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং বিশ্লেষণমপি বিদ্যতে। তস্মাত্ কবিঃ স্বয়মেব স্বকীয়ে কাব্যে তত্ত্বং শ্রাবিতবান্ যত্—

"इत्येषा व्युपशान्तये न रतये मोक्षार्थगर्भा कृतिः
श्रोतृणां ग्रहणार्थमन्यमनसां काव्योपचारात् कृता
यन्मोक्षात् कृतमन्यदत्र हि मया तत्काव्यधर्मात्
पातुं तिक्तमिवौषधं मधुयुतं हार्द्यं हि कथं स्यादिति ॥ (সৌন্দরনন্দ ১৮/ ৬৩)

★ সৌন্দরনন্দ-

সৌন্দরনন্দ মহাকাব্যটি অশ্বঘোষের দ্বিতীয় রচনা বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। কিন্তু অধ্যাপক কীথ গ্রন্থটিকে কবির প্রথম রচনা বলে মনে করেন। ১৮টি সর্গে কপিলা বস্তু নগরীর প্রতিষ্ঠা দিয়ে কাব্যটি শুরু হয়েছে। বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও বুদ্ধের নির্দেশে সেই ধর্মের প্রচার ও প্রসার এই কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয়। এছাড়া বুদ্ধের সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ, নন্দের বিবাহ ও সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি তার অনাসক্তি, সন্ন্যাস গ্রহণ ও গৃহত্যাগ প্রভৃতি ঘটনার রসসমৃদ্ধ কাব্যিক বর্ণনা রয়েছে এই কাব্যে।

কবি অশ্বঘোষের সহজাত প্রতিভা ও দার্শনিক প্রজ্ঞার একমাত্র বিরল সমন্বয় ঘটেছে সৌন্দরনন্দ নামক মহাকাব্যে। কবি অশ্বঘোষ তার কাব্যটিকে পাঠকদের কাছে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ইতিহাস, ধর্মচেতনা ও সাহিত্যগুণের সমাবেশে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই ছোটো ছোটো গল্পের মাধ্যমে বৌদ্ধ উপদেশ প্রদানই তার রচনাগুলিতে বিশেষ রূপেই স্বীকৃতি পেয়েছে। ক্রোধ, লোভ, দম্ভের দোষ, সংসার ও সাংসারিক ক্ষণিক আনন্দের প্রসারতা কাব্যটিতে প্রতিপাদিত হয়েছে। বহু শ্লোকে ক্রিয়াপদের বাহুল্য দেখে অনেকে মনে করেন যে সংস্কৃত শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে কাব্যটি রচিত হয়েছে। সৌন্দরনন্দ মহাকাব্যে একদিকে যেমন বর্ণিত হয়েছে কামকলার উচ্ছলতা, তেমনি অপর দিকে রয়েছে নিগূঢ় দার্শনিকতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। তাই কবি হিসেবে অশ্বঘোষের কাব্যগুলিতে শিল্পগুণসার্থক ও কীর্তিবাহীর সহজাত দার্শনিক প্রতিভার সমন্বয় ঘটেছে তার সৌন্দরনন্দ মহাকাব্যে। তাই কবি স্বয়ং কাব্যচ্ছলে তত্ত্ব কথা শুনিয়েছেন-

"ইত্যেষা ব্যুপশান্তয়ে ন রতয়ে মোক্ষার্থগর্ভা কৃতিঃ
শ্রোতৃণাং গ্রহনার্থমন্যমনসাং কাব্যোপচারাৎ কৃতা
যন্মোক্ষাৎকৃতমন্যদত্র হি ময়া তৎকাব্যধর্মাৎ
পাতুং তিক্তমিবৌষধং মধুযুতং হার্দ্যং কথং স্যাদিতি॥"(সৌন্দরনন্দ ১৮/৬৩)

★ गण्डीस्तोत्रगाथा

अश्वघोषः ऊनत्रिंशच्छ्लोकैः स्रग्धराच्छन्दसा गण्डीस्तोत्रगाथानामकं गीतिकाव्यमेकं प्रणीतवान्। पूर्वतनकाले बौद्धमठे गण्डीनामकमेकं वाद्ययन्त्रम् आसीत्। तेन वाद्ययन्त्रेण साकं काष्ठखण्डस्य संयोगे सति एकः सुमधुरः ध्वनिः उत्पन्नः भवति स्म, स ध्वनिः पवित्रः इति बौद्धाः मन्यन्ते। तस्य ध्वनेः हृद्रतेन आवेदनेन गण्डीनामकवाद्ययन्त्रस्य च प्रशंसया गण्डीस्तोत्रगाथानामकस्य गीतिकाव्यस्य श्लोकाः प्रणीताः भवन्ति स्म। अस्मिन् काव्ये स्वतोत्सारिताकृत्रिमावेगेन सह अपूर्वच्छन्दकौशलस्य विद्यमानत्वात् एतत् रचनारूपं गीतिकाव्यत्वेन उत्कृष्टं स्थानं भजते। यद्यपि Winternitz महोदयस्य

মতেন এতত্ গীতিকাব্যম্ অশ্বঘোষস্য সমকালিকেন কুমারলাটেন প্রণীতং তথাপি কাব্যস্য স্বরূপং বিষয়ং বৈশিষ্ট্যং চ বিচার্য প্রায়ঃ সর্বে গবেষকাঃ অশ্বঘোষস্য কাব্যমিদমিতি মন্যন্তে।

✯ গণ্ডীস্তোত্রগাথা-

অশ্বঘোষের স্রগ্ধরা ছন্দে রচিত ঊনত্রিশটি শ্লোকে নিবন্ধ একমাত্র গীতিকাব্য গণ্ডীস্তোত্রগাথা। আগেকার দিনে বৌদ্ধমঠে গণ্ডী নামক এক বিশেষ বাদ্যযন্ত্র রাখা থাকত। সেই বাদ্যযন্ত্রে কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা আঘাত করলে এক সুমধুর ধ্বনির সৃষ্টি হতো, যেটিকে বৌদ্ধগণ খুব পবিত্র বলে মনে করত। সেই ধ্বনির মর্মগত আবেদন ও গণ্ডী নামক বাদ্যযন্ত্রের প্রশংসা করেই গণ্ডীস্তোত্রগাথা গীতিকাব্যের শ্লোক গুলি রচিত হয়েছিল। এই কাব্যের স্বতোৎসারিত অকৃত্রিম আবেগের সাথে অপূর্ব ছন্দকৌশল মিলিত হওযায় রচনাটি গীতি কাব্যরূপে পরিণত হয়েছে। কবিতাগুলির রচনাধর্মী অন্য দুটি মহাকাব্যের তুলনায় উৎকৃষ্টতর ও আড়ম্বরপূর্ণ। winternitz এর মতে এই গীতিকাব্যটি অশ্বঘোষের সমসাময়িক কুমারলাটের রচনা বলে মনে করা হলে ও কাব্যের স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য বিচার করে অধিকাংশ গবেষকগণ কাব্যটিকে অশ্বঘোষের রচনা বলেই মনে করেন।

✯ মহাযানশ্রোদ্ধত্পাদশাস্ত্রম্ —

গ্রন্থস্য নাম্না এব অনুমীয়তে যত্ বৌদ্ধমহাযানসম্প্রদায়স্য বক্তব্যবিষযবিজ্ঞানবাদয়োঃ ঐক্যপ্রতিপাদনায় এব রচিতমিদং শাস্ত্রম্। বস্তুতস্তু মহাযানসম্প্রদায়স্য দর্শনবিশেষঃ অযং গ্রন্থঃ। তদ্বিহায় অপি অস্মিন্ গ্রন্থে অশ্বঘোষস্য জীবনমপি উপলভ্যতে ইতি মন্যতে। জাত্যা যদ্যপি অশ্বঘোষঃ ব্রাহ্মণঃ আসীত্ তথাপি সঃ আদৌ সর্বাস্তিবাদিভিক্ষুকরূপেণ দীক্ষিতোঽভূত্ কিন্তু পরবর্তিনি কালে মহাযানবাদী সঞ্জাতঃ। মহাযানবাদিনং প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনায় এব গ্রন্থোঽযং বিরচিতঃ। মূলগ্রন্থঃ যদ্যপি ন আবিষ্কৃতঃ তথাপি সপ্তমশতকে অস্য চীনাভাষায়াম্ অনুবাদঃ জাতঃ। তদনন্তরং তস্য চীনাভাষাতঃ আঙ্লভাষায়াম্ অনুবাদঃ জাতঃ।

অন্তিমে উচ্যতে যত্ অশ্বঘোষঃ কবিঃ দার্শনিকঃ চ আসীত্। তস্য রচনাসমূহঃ কালিদাসাত্ পূর্বযুগস্য কাব্যপ্রতিভাযাঃ সাক্ষরবাহকাঃ। বৃত্তান্তবিন্যাসেন রসপরিবেশনেন চরিত্রচিত্রনেন ভাষামাধুর্যেণ ছন্দসূষমযা চ তস্য রচনা চিত্তাকর্ষিকা সঞ্জাতা।

✯ মহাযানশ্রোদ্ধৎপাদশাস্ত্র-

গ্রন্থের নামকরণ থেকেই অনুমিত হয় যে বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের মূল বক্তব্য ও বিজ্ঞানবাদের ঐক্য প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। বস্তুত এই গ্রন্থটি মহাযান সম্প্রদায়ের দর্শন বিশেষ। এছাড়া গ্রন্থটিতে অশ্বঘোষের জীবনী উপলব্ধি হয়েছে বলেও মনে করা হয়। অশ্বঘোষ জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও প্রথমে তিনি সর্বাস্তিবাদী ভিক্ষুরূপে দীক্ষিত হন, এবং পরবর্তীকালে মহাযানবাদী হন। ফলে মহাযানবাদীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য এই গ্রন্থটি রচিত হয়। মূলগ্রন্থটি আবিষ্কৃত না হলেও সপ্তম শতকে চীনা ভাষায় গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থটি চীনা ভাষা থেকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা হয়।